১০ জুন ২০১৮

মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশী নারী গৃহশ্রমিকরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরছেনঃ আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর উদ্বেগ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি

সৌদি আরব, জর্ডান, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক-মানসিকসহ নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে যাওয়া নারী গৃহ শ্রমিকরা। অনেকেই সরকারীভাবে বা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সহায়তায় নিঃস্ব-মুমূর্ষু অবস্থায় শুধুমাত্র জীবন বাঁচিয়ে দেশে ফিরছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে নারী গৃহশ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরছেন। অনেকেই আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবার-স্বজনদের মাধ্যমে দেশে ফিরে আসার জন্য আবেদন করছেন। এসব নারী শ্রমিকেরা সকলেই প্রায় একইরকম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বেতন না দেয়া, বাড়ির পুরুষ সদস্যদের দ্বারা যৌন নির্যাতন, গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ফোন কেড়ে নেওয়া, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে না দেয়া, কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকা, ছুটি না থাকা। এছাড়াও, নির্যাতনের পর পালিয়ে গেলে থানায় চুরি ও নাশকতার মামলা দেওয়া, নির্যাতনের পর পালিয়ে পুলিশের আশ্রয়ে গেলে আবার আগের নিয়োগকর্তার কাছে ফেরত পাঠানো, অসুস্থ হলে চিকিৎসা না করা, বেশি অসুস্থ হলে রাস্তা কিংবা দূতাবাসের সামনে ফেলে যাওয়া এবং দূতাবাসকে না জানিয়ে ক্রীতদাসের মতো এক এজেন্সি থেকে অন্য এজেন্সিতে বিক্রি করে দেওয়াসহ বিভিন্নরকমের পাশবিকতার শিকার হচ্ছেন তাদের কাছ থেকে নিয়মিত এমন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সৌদি আরবে ধর্ষণসহ নানারকম নির্যাতনের শিকার হয়ে অন্তত ২২ জন বাংলাদেশী নারী শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাস থেকে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত সৌদি আরবের জেদ্দা এবং রিয়াদে অবস্থিত সেফ হোম থেকে প্রায় দেড় হাজার নারীকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ফেরত আসা অধিকাংশ নারীই শারীরিক নির্যাতনের কারনে তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। পাশাপাশি, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত অনিশ্চিত জীবনযাপন করছেন।

আসক মনে করে, সরকারী সকল নিয়ম-কানুন সম্পন্ন করে দারিদ্রতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমানো এসব নারীদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে, বাংলাদেশী অভিবাসী নারী গৃহ শ্রমিকদের ভয়াবহ নির্যাতনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এসব নারীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। যেসব রিক্রুটিং এজেন্সি নারীদের অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসনের সম্মুখীন করছে তাদের চিহ্নিত করে রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। অন্যথা, অভিবাসন খাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি খাতে নারীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আসক, দ্রুততার সাথে এসব সমস্যা নিরসনে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রের কাছে দাবী জানাচ্ছে।